22

দৈনিক খবর

তারিখ 09 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো গতকাল মঙ্গলবার দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং নবগঠিত প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগ যৌথভাবে ''সবার জন্যে শিক্ষা'' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভার

৭-এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকার। তিনি বলেন, দুই হাজার সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে সরকার সংকল্পবদ্ধ। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি নীতিমূলক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনের প্রথম পর্যায়ে ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গণশিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে সরকার ৪৩টি এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ১শ'টি থানা এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করেছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দুই পর্যায়ে দেশের প্রত্যেকটি থানায় একটি মাধ্যমিক স্কুল ও একটি কলেজ জাতীয়করণ করা হবে। তিনি বলেন, কর্মজীবী লোকদের শিক্ষার জন্যে ঢাকার কাছে গাজীপুরে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করেছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনূস খান, শিক্ষা সচিব শফিউল আলম এবং বিশ্ব ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা আহছানিয়া মিশন ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত ''আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'' উদযাপন করেছে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল র‍্যালী, সাক্ষরতা ও উন্নয়ন যোগাযোগ উপকরণ প্রদর্শনী এবং আলোচনাসভা।

সকাল সাড়ে ৭টায় জাতীয় যাদুঘর থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মীবৃন্দ এবং শিক্ষা সচেতন জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন, খান বাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স টেনিং কলেজ,

সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল, আমিক-এর ধানমন্ডি, মীরপুর, রায়ের বাজার, হরিদ্রারপুর, কেরানীগঞ্জ, হাতিয়া, নগরকান্দা এবং কুষ্টিয়া শাখা, আহছানিয়া মিশন নৈশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মোহাম্মদপুর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ র‍্যালীতে সাক্ষরতা বিষয়ক বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি বহন করা হয়। র‍্যালী শেষে প্রেসক্লাবের সামনে এক জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন খান বাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স টেনিং কলেজের রেক্টর ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম।